Contents

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১১১)ঃ ইমাম যদি সূরা ফাতেহার শেষের দুই আয়াতে উল্লেখিত ض কে د -এর ন্যায় উচ্চারণ করে পড়েন। যেমন "مغضوب" কে 'মাগদুব' ও "ضالين" কে 'দাল্লীন'। তাহ'লে কি ইমামের ছালাত বাতিল হয়ে যাবে? এবং সাথে সাথে পিছনের মুছল্লীরও ছালাত বাতিল হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তাহের আলী
সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী
সৈকত, জনেশ্বরীতলা, বগুড়া

উত্তরঃ আরবী ভাষার উচ্চারণ রীতি বা তাজবীদ বিশেষজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন যে, ض -এর উচ্চারণ কখনই د -এর মত নয়, বরং এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ রীতি রয়েছে। সেটাকে যদি তার স্বীয় স্থান থেকে উচ্চারণ করা হয়, তবে তার আওয়াজ ظ -এর উচ্চারণের সাথে অধিকতর সামঞ্জশীল হবে। কিন্তু د -এর উচ্চারণের সাথে মোটেই নয়। বিস্তারিত দেখুন- মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রণীত 'মুকাম্মাল জামালুল কুরআন' (উর্দূ) ৮ নং মাখরাজ। এর পরেও যদি কেউ ভুলবশতঃ অথবা ইলমে তাজবীদ সম্পর্কে অজ্ঞতাহেতু ض -এর সঠিক উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হন এবং ছালাতে কিরা'আতের সময় ض কে د -এর মত উচ্চারণ করেন, তাতে ছালাত বাতিল হবেনা। কেননা এরূপ ভুল 'তাহরীফ' -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি কেউ ض -এর সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার ও সঠিক উচ্চারণ করতে সক্ষম থাকার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ অনুসরণ কিংবা যিদের বশীভূত হয়ে ض কে د এর মত করে উচ্চারণ করেন, তবে এটি কুরআন তিলাওয়াতে 'তাহরীফ' করার শামিল হবে। যাতে ছালাত বাতিল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিষয়টি ইমাম পর্যন্ত সীমিত থাকবে। কেননা এমতাবস্থায় মুক্তাদীগণের ছালাত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে কোন ইঙ্গিত নেই।

প্রশ্ন (২/১১২)ঃ অনেক আলেম বলেন যে, আল্লাহ নিরাকার। যদি আল্লাহ্র আকার থাকত, তাহলে তাঁর আহার নিদ্রা সবই থাকত। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মোতালেব মণ্ডল
বাখড়া (দক্ষিণ পাড়া)
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
জয়পুরহাট

উত্তরঃ আল্লাহ নিরাকার নন। তাঁর আকার আছে। তবে তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যে সকল আলেম আল্লাহ্র আকারকে অস্বীকার করেন, তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র স্পষ্ট বর্ণনাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়েছেন এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার বিরোধিতা করেন। মূলতঃ আল্লাহ্র আকার অস্বীকার করার পিছনে কতিপয় মনগড়া যুক্তি ব্যতীত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র আকারের প্রমাণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. আল্লাহ বলেন, 'আর ইয়াহূদীরা বলে আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। ....বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত' (মায়েদা ৪৬)। ২. আল্লাহ বলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি, তাঁর সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল'? (ছোয়াদ ৭৫)। ৩. 'তোমরা ভয় করনা আমি তোমাদের সাথে আছি, শুনি ও 'দেখি' (ত্বা-হা ৪৬)। ৪. 'সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন গোছা পর্যন্ত (আল্লাহ্র) পা খোলা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হবে.....' (ক্বলম ৪২)। ৫. (হে মূসা!) 'আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে যাতে তুমি আমার চক্ষুর (দৃষ্টির) সামনে প্রতিপালিত হও' (ত্বা-হা ৩৯)। ৬. 'ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর হাতে' (যুমার ৬৭)।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ সহ অন্যান্য বহু আয়াত থেকে আল্লাহ্র অঙ্গ-প্রতঙ্গ তথা আকৃতি প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর পা জাহান্নামের উপরে রাখবেন তখন জাহান্নাম 'ব্যস' 'ব্যস' (قط قط) বলবে। -বুখারী পৃঃ ৭১৯। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশ সমূহকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ। আজ অহংকারী ও যালেমগণেরা কোথায়? অনুরূপভাবে যমীন সমূহকে ভাঁজ করে বাম হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আজ যালিম ও অহংকারীগণ কোথায়?'। -মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৮২। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

তবে আল্লাহ্র আকৃতি তাঁর জন্য যেমনটি হওয়া উচিৎ তেমনটিই রয়েছে। কোন সৃষ্টির মত নয় এবং তাঁর আকৃতির বর্ণনা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ বলেন, ليس كمثله شئ وهو السميع البصير 'তাঁর মত কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা ১১)। এ বিষয়ে সকল সালাফে

http://islaminonesite.wordpress.com

ছালেহীন একমত যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্র আকৃতি ও গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা ব্যতীত সেভাবেই তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- অলীদ বিন মুসলিম বলেন, আমি আল্লাহ্র ছিফাত ও দর্শন সম্পর্কিত হাদীছগুলি সম্পর্কে ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান, মালেক বিন আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত যেভাবে হাদীছে এসেছে সেভাবেই মেনে নাও। যারা আল্লাহ্র নাম, ছিফাত, কালাম, আমল, ও কুদরত সমূহকে সরাসরি মেনে না নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদেরকে ইমাম মালেক বিদ'আতী বলেছেন। -শারহুস সুন্নাহ; আক্বীদাতুস্ সালাফিছ ছালেহ ৫৬-৫৭ পৃঃ।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, আল্লাহ্র সত্তার ব্যাপারে কারও কোনরূপ কথা বলা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ যেভাবে স্বীয় সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেভাবেই যেন বর্ণনা করা হয়। এ সম্পর্কে যেন নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ যুক্তি পেশ করে কোন কিছু বলা না হয়। -শারহ আক্বীদা ত্বাহাবিইয়াহ; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৭। নাঈম বিন হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্র সাদৃশ্য করল, সে কুফরী করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাঁর সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা যে অস্বীকার করল সেও কুফরী করল। আল্লাহ ও রাসূল যেভাবে তাঁর ছিফাত বর্ণনা করেছেন, তার কোন সাদৃশ্য নেই। -আক্বীদাতুস্ সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৮। মোট কথা ছহীহ আক্বীদা হল এই যে, আল্লাহ্র অবশ্যই আকার আছে। তবে তা কারো সাদৃশ্য নয়। আর আকার থাকলেই যে আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হবে, এমনটিও ঠিক নয়। বহু সৃষ্টিই এমন রয়েছে, যাদের আকার আছে কিন্তু আহার-নিদ্রা নেই। যেমন- ফেরেশতাগণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। আল্লাহ তো নিজেই বলে দিয়েছেন যে, 'তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন' (সূরা ইখলাছ)।

প্রশ্ন (৩/১১৩)ঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা যাবে কিনা? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জানতে চাই।

-নূরুদ্দীন আহমাদ
মাঝডাঙ্গা, কোতওয়ালী
দিনাজপুর

উত্তরঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাত বিতরণের খাত গুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত হল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী, যাদের অন্তর (ইসলামের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস মুক্তির জন্যে, ঋণ পরিশোধের জন্যে, আল্লাহ্র পথে (জিহাদকারীদের জন্যে) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। -সূরা তাওবা ৬০ আয়াত। গোরস্থান উক্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্ধারিত খাতের বাইরে উক্ত অর্থ প্রদান করার অধিকার মুমিনের নেই। যিয়াদ ইবনে হারেছ আছ-ছুদাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। যিয়াদ বলেন, এই সময় একটি লোক রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসল এবং বলল, আমাকে যাকাত প্রদান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কোন নবী বা অন্য কোন লোকের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট নন যে, যেকোন ব্যক্তি ফায়ছালা করবে। আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের খাত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। আপনি তার অন্তর্ভুক্ত হ'লে আপনাকে প্রদান করব। -আবুদাঊদ, মিশকাত ১৬২ পৃঃ। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হ'তে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া যাবে কি? তিনি বলেছিলেন, না। -মুগনী, ২য় খণ্ড ৫২৭ পৃঃ।

প্রশ্ন (৪/১১৪)ঃ আমরা মাসিক মদীনা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, রাসূল (ছাঃ) রাতে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু রাতে কোন সময় তা জানতে পারিনি। সময়টা সঠিক ভাবে জানালে আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত হবে।

-আবুল ফযল মোল্লা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া

উত্তরঃ মাসিক মদীনায় যদি রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল রাত্রে উল্লেখ থাকে তাহ'লে ভুল হয়েছে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ১১ হিজরী ১২ রবীউল আউয়াল সকালে রৌদ্র উত্তপ্ত হওয়ার সময় ইন্তেকাল করেন। -মুখতাছার সীরাতুর রাসূল ৫৯৭ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম (বঙ্গানুবাদ), ২য় খণ্ড ৩৮০ পৃঃ।

প্রশ্ন (৫/১১৫)ঃ চিশতিয়া ও মাইজভাণ্ডারী তরীকা পন্থীরা মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে সিজদা করে এবং ঢোল-তবলা বাজিয়ে গান-বাজনার মাধ্যমে যিকির করে থাকে। কাজেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা তাদের বাড়ীতে খানাপিনা করা যাবে কি? কুরআন হাদীছ মুতাবেক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম আযাদ
গ্রামঃ রুদ্রেশ্বর, পোঃ কাকিনা বাজার,
কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে মহল্লা সমূহে মসজিদ বানানোর এবং সেগুলি পরিচ্ছন্ন রাখার ও খুশবু দিয়ে সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন। -আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ; 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায়, আলবানী, মিশকাত হা/৭১৭। মসজিদে আলোও রাখা যায়। -বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে,

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সিজদার স্থানে মোমবাতি জ্বালাতে হবে। বরং এটা আগুন পূজার শামিল হবে। অনুরূপভাবে ঢোল-তবলা বাজিয়ে যিকির করা জঘন্য অপরাধ। কারণ যিকির আল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর গান-বাজনা শরীয়তে মহা পাপের কাজ। যার কঠোর শাস্তির কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য গান-বাজনা ক্রয় করে ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি (লোকমান ৬)। কাজেই ঢোল-তবলার মাধ্যমে যিকির করা মারাত্মক অপরাধ। যিকিরের নাম দিয়ে এসব ইসলাম ধ্বংসের কৌশল মাত্র। এই সব তরীকা পন্থী লোকেরা ভ্রান্ত। এদের সাথে আত্মীয়তা ও তাদের বাড়ীতে খানাপিনা বর্জন করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৬/১১৬)ঃ আমাদের দেশের অল্পসংখ্যক মুসলমানই ঈদের ছালাত ১২ তাকবীরে আদায় করে থাকেন, বাকী সবাই ৬ তকবীরে আদায় করেন। কোনটি ছহীহ হাদীছ সম্মত? জানালে বাধিত হব।

-মেহদী
মৈশালা দারুল উলুম দাখিল মাদরাসা
পাংশা, রাজবাড়ী

উত্তরঃ জানা আবশ্যক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হক ও বাতিলের নয় মানদণ্ড বরং সত্য ও সঠিক দলই সফলকামী যদিও তারা সংখ্যায় অল্প হয়। -মুসলিম, মিশকাত ২৩ পৃঃ। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন মুসলমান ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করলেও এ সম্পর্কে ছহীহ বা যঈফ এমন কোন হাদীছ নেই যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত। হানাফীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হ গ্রন্থ 'হিদায়া'তে আছে যে, ঐ ৬ তকবীর ইবনু মাসঊদের (রাঃ) উক্তি। রাসূল (ছাঃ)-এর আমল নয়। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের বহু হাদীছ রয়েছে। তিরমিযীতে ৪টি, আবুদাঊদে ৪টি, ইবনু মাজাতে ৪টি, মুওয়'আত্ত্বা ইমাম মালিকে ২টি এবং বায়হাক্বী, দারাকুতনী, তাবারানী প্রভৃতি ১১টি হাদীছ গ্রন্থে মোট ২২টিরও অধিক হাদীছ সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৭ এবং শেষের রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর বলতেন। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ১১৯ পৃঃ। তাকবীরের সংখ্যায় যত হাদীছ আছে তন্মধ্যে ১২ তাকবীরের হাদীছ সব চেয়ে বিশুদ্ধ। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ খণ্ড, ৫৫ পৃঃ। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদীছের চেয়ে সর্বাধিক সুন্দর হাদীছ এই মর্মে আর বর্ণিত হয়নি'। -তিরমিযী ১/৭০ পৃঃ। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ঈদায়েনের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে 'এর চাইতে অধিক ছহীহ' রেওয়ায়াত আর নেই এবং আমিও একথা বলি' (ليس فى هذا الباب شئى أصح من هذا و به أقول)

-বায়হাক্বী, ৩/২৮৬ পৃঃ।

প্রশ্ন (৭/১১৭)ঃ জনৈক মৃত ব্যক্তির সন্তানরা তাদের পিতার পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে কিছু ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াতে ইচ্ছুক। এর বৈধতা সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-খায়রুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা তাদের পিতার পরকালের মুক্তির জন্য যেকোন সময় দান করতে পারেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন লোক রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমার মাতা হঠাৎ মারা গেছেন। আমি মনে করি, তিনি কথা বলতে পারলে দান করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহ'লে তাঁর নেকী হবে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭২ পৃঃ। অনুরূপভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে যেকোন সময়ে ফক্বীর-মিসকীনকেও খাওয়াতে পারেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে প্রচলিত প্রথায় মৃত্যুর দিনে অথবা ৩য় দিনে অথবা ১০ম দিনে বা ৪০তম দিনে কিংবা প্রতি মৃত্যু বার্ষিকীতে খানাপিনার ব্যবস্থা করা বিদ'আত। এগুলি জাহেলী যুগের আমল। যা অবশ্যই বর্জনীয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী বলেন, আমরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হতাম এবং দাফনের পর খাদ্যের ব্যবস্থা করতাম। যা কান্না ও শোক পালনের অন্তর্ভুক্ত হ'ত। -মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৩৪৩ পৃঃ। কাজেই এই ধরণের জাহেলী আমল বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৮/১১৮)ঃ আমরা জানি আল্লাহ এক। কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ নিজের জন্য বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা থেকে একাধিক আল্লাহ বুঝায়। বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে বাধিত হব।

- মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী
সহকারী শিক্ষক
উজান কলসী উচ্চ বিদ্যালয়
দুর্গাপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ শিক্ষিত মহলের নিকট এটা অজানা নয় যে, একটি ভাষার সাথে আরেকটি ভাষার ব্যবহারিক, পারিভাষিক তথা ব্যকরণ বিধির কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টিও তার একটি। বাংলা ভাষায় একবচন মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে তুই, তুমি ও আপনি -এর ব্যবহার বিধি রয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষা এর ব্যতিক্রম। সেখানে এক্ষেত্রে মাত্র একটি শব্দ 'আনতা' (أنت) এবং ইংরেজীতে "You" ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে

http://islaminonesite.wordpress.com

আবার একবচন মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবচন মধ্যম পুরুষ -এর শব্দ ব্যবহার করে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম আরবী ভাষায় রয়েছে, যা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় নেই। যেমন 'আন্‌তা' -এর স্থলে 'আন্‌তুম'। এক্ষেত্রে শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হ'লেও উদ্দেশ্য একবচনই থাকে।

অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় একবচন উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে 'আনা' أَنَا অর্থাৎ (আমি) ব্যবহৃত হওয়ার বিধি থাকলেও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে 'নাহনু' (نحن) বা (আমরা)ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- 'নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি' (হিজর ৯)। সুতরাং পবিত্র কুরআনে যেখানে আল্লাহ নিজের জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে সেটা তাঁর উচ্চ মর্যাদা হিসাবে করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য একবচনই রয়েছে। অবশ্য তাওহীদের আয়াত সমূহে তিনি নিজের জন্য একবচনই ব্যবহার করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ; নেই কোন উপাস্য আমি ব্যতীত। অতএব আমারই ইবাদত কর' (ত্বা-হা ১৪)। অতএব বহুবচন শব্দ থেকে যে একবচনই উদ্দেশ্য রয়েছে এবং শুধু মর্যাদার দিক থেকেই নিজের জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সুনিশ্চিত।

প্রশ্ন (৯/১১৯)ঃ আব্দুল ওহাব নাজদী কেমন ব্যক্তি? তাকে শয়তান বলা হয় কেন? 'ওহাবী' কথাটি কি? এর উৎপত্তি কখন থেকে কিভাবে? এটি কি কোন ইসলাম বিরোধী কিংবা কুফরী নাম?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হিঃ/১৭০৩-৯০ খৃঃ) হেজাযের নাজদ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর নামে তাঁর নাম বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাঁর নাম বাদ দিয়ে পিতা আব্দুল ওয়াহ্হাবের নামে তাঁর ভক্তদেরকে 'ওয়াহ্হাবী' বলা হয়। অথচ তিনি কিংবা তাঁর পিতা কোন নতুন মাযহাব সৃষ্টি করে যাননি। বরং ইসলামের প্রথম যুগের আদিরূপ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। দেখুন; গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস পৃঃ ২১০। সুতরাং তাঁর আন্দোলনকে কিংবা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তাক্বলীদ মুক্ত কোন আন্দোলনকে মাযহাবী রূপ দিয়ে 'ওয়াহ্হাবী' বলা নিঃসন্দেহে একটি অপবাদ ও যুলুম।

উল্লেখ্য যে, হিজরী দ্বাদশ শতকে আরব জাহান যখন পুনরায় বৃক্ষ, পাথর, মাযার ও আউলিয়া -এর ইবাদতে জড়িয়ে পড়েছিল। কিছু ভণ্ড লোক ছূফী সেজে সরল মানুষের ঈমান লুটে খাচ্ছিল। মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক কা'বা ঘর যখন চার মুছাল্লায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ঘোর অন্ধকার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ করার কেউ সাহস পাচ্ছিল না, ঠিক তখনই নাজদের এই কৃতি সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব কিতাব ও সুন্নাহ্র খাঁটি অনুসারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আপোষহীনভাবে শিরক ও বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কার উচ্ছেদ এবং আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র খাঁটি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। বর্তমান সঊদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয তাঁর অনুসারী হন এবং কা'বাগৃহের চার পাশের চার মছাল্লা ভেঙ্গে দিয়ে সকলকে আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সঠিক রীতি পুনরুজ্জীবিত করেন।

যেহেতু তাঁর আন্দোলন শিরক-বিদ'আত ও কবর পূজার বিরুদ্ধে ছিল, কবর বাঁধানো, কবরে গুম্বজ নির্মাণ, মৃত বুযর্গদের নিকটে চাওয়া, মানত করা ও দ্বীনের ভণ্ড ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ছিল, তাই সেই শ্রেণীর লোকেরা তাদের রুটি-রোজগারের মূল উৎস বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি নানা রকম মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে নিজেদের ভণ্ডামি আড়াল করতে ও রুযীর উৎস বহাল রাখতে চেয়েছিল, যা আজও অব্যাহত আছে। সুতরাং তাঁকে শয়তান ও কাফির বলাটা নতুন কিছু নয়। এটা নবী ও রাসূলগণের প্রতি হয়েছে, তাঁর প্রতিও হচ্ছে এবং যে কেউ সত্য ও ন্যায়ের আন্দোলন নিয়ে অগ্রগামী হন, তাঁর প্রতিও নানা অপবাদ চাপানো হচ্ছে বা হবে। (১) জাষ্টিস আব্দুল মওদুদ বলেন, আরব দেশে 'ওহাবী' নামাঙ্কিত কোন মাযহাব বা তরীকার অস্তিত্ব নেই।.... বিদেশী দুশমন বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত।.... প্রকৃতপক্ষে আব্দুল ওয়াহ্হাব কোন মাযহাব সৃষ্টি করেননি (ওহাবী আন্দোলন পৃঃ ১১৬)। (২) 'ওহাবী' কথাটির দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে গোলাম আহমাদ মোর্তজা লিখেছেন, 'ইংরেজরা মুসলমান (আহলেহাদীছ) বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য করে ঐ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে, তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকার বিনিময়ে হাত করে নিল। যারা বলতে লাগল যে, তোমরা যুগ যুগ ধরে যা করে আসছ, তা করতে থাক। এই বিপ্লবীরা আসলে 'ওহাবী'। ওরা নবী, ছাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙ্গার দল'। ইংরেজরা তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ মক্কায় যান এবং গিয়েই তিনি 'ওহাবী' মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা কথা।..... তাঁর হজ্জে যাওয়ার পূর্বের এবং পরের কার্যাবলীর সঙ্গে আরবের ওহাবী আন্দোলনের কোন যোগাযোগই ছিল না' (চেপে রাখা ইতিহাস পৃঃ ২১০)।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটা সম্পুষ্ট যে, 'ওহাবী' কথাটি তুর্কী, ইউরোপিয় ও ভারতীয় ইংরেজদের দ্বারা ও তাদের সহযোগী বিদ'আতী আলেমদের দ্বারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা অপবাদ মাত্র।

প্রশ্ন (১০/১২০)ঃ বাংলাদেশের হাজীগণ হজ্জ পালন করে বাড়ীতে ফেরার পর তাদেরকে তিন দিন মসজিদে অথবা খানকায় কাটাতে হবে এবং গরু অথবা খাসী কুরবানী করে বাড়ীতে ঢুকতে হবে। ঐ হাজীকে বাজারে যাওয়া চলবে না। যদি যায় তাহলে এক দরে জিনিস কিনতে হবে। এমন কোন নির্দেশ কুরআন ও হাদীছে আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন
কাজীপাড়া, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর

উত্তরঃ হজ্জ পালন করে বাড়ীতে ফেরার পর তিন দিন মসজিদে অথবা খানকায় থাকতে হবে এবং গরু অথবা খাসী কুরবানী করে বাড়ীতে ঢুকতে হবে এমন কথা ইসলামে নেই। তবে হজ্জ অথবা কোন সফর থেকে সুস্থভাবে বাড়ী ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ করে বাড়ীতে প্রবেশ করা সুন্নাত। কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন সফর থেকে আসলে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকেদের সাথে বসতেন। -বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৪ পৃঃ। হজ্জ অথবা সফর থেকে ফিরে আসলে রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করতেন।-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَئْىٍ قَدِيْرٌ، اَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও যাবতীয় প্রশংসা এক মাত্র তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত শত্রুকে পরাভূত করেছেন'। -বুখারী ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ। উপরোক্ত সুন্নাত ব্যতীত প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি শরীয়ত পরিপন্থী। অতএব তা অবশ্যই বর্জনীয়।

১ম বর্ষের বিগত সংখ্যা সমূহের প্রশ্নোত্তরের সংশোধনী

১. ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ (৮/৫১ নং) প্রশ্নের শেষ অংশে বলা হয়েছে, বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশী হ'লে ঐ ব্যবসা অবৈধ হবে'। সঠিক জবাব হ'ল এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি নগদ বা বাকী মূল্য খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে নেয় এবং উভয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশী হ'লে ব্যবসা বৈধ হবে। যেমন- বিক্রেতা বলল, আমি কাপড় নগদ ১০ টাকা আর বাকীতে ২০ টাকা মূল্যে বিক্রি করব। ক্রেতা বলল, আমি উহা নগদ ১০টাকা মূল্যে ক্রয় করলাম, অথবা বাকীতে ২০ টাকা মূল্যে ক্রয় করলাম। -তোহফা, ৪র্থ খণ্ড ৩৫৮ পৃঃ; নায়ল, ৫ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ।

২. ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা মার্চ ১৯৯৮ (৮/৬১) প্রশ্নের উত্তরে তিনটি হাদীছ পেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ এবং তৃতীয় আমর ইবনে হযম বর্ণিত হাদীছ দু'টি যঈফ। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। তবে ঈদের মাঠে বের হওয়ার জন্য পত্রিকায় উল্লেখিত সময়ই সুন্নাত। কারণ দ্বিতীয় হাদীছটি বিশুদ্ধ। -নায়ল, ৩য় খণ্ড ২৯৩ পৃঃ।

৩. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৪/৬৯) প্রশ্নের উত্তরে নিম্ন মোহরের প্রমাণে এক অঞ্জলী ভরে আটা বা খেজুর দেয়ার হাদীছটি যঈফ। -আলবানী, মিশকাত হাদীছ নং ৩২০৫। উল্লেখ্য যে, পত্রিকায় বর্ণিত হাদীছ নং ভুল (৩২০) রয়েছে।

৪. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৬/৭১) প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, কুরআনের অক্ষর থাকবে আমল থাকবেনা (আলবানী, মিশকাত ৩৮ পৃঃ)। হাদীছটি যঈফ। আলবানী, মিশকাত, হাদীছ নং ২৭৬।

৫. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৯/৭৪) প্রশ্নের উত্তরে সূরা ক্বিয়ামাহ -এর শেষে "বালা" -এর স্থলে 'সুবহানাকা ফা বালা' (سُبْحَانَكَ فَبَلَى) হবে।

৬. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৯/৭৪) প্রশ্নের উত্তরে সুরা গাশিয়ার শেষে দো'আ পড়ার প্রমাণে যে হাদীছ পেশ করা হয়েছে, তা উক্ত সূরার সাথে খাছ নয় বরং ছালাতের মধ্যে যেকোন দো'আর স্থানে পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন এক ছালাতে "اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا" বলতে শুনেছি।-আহমাদ, সনদ জাইয়েদ; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহবী তা সমর্থন করেছেন; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত, হা/৫৫৬২। তবে খাছ করে গাশিয়ার শেষে এই দো'আটি পড়ার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

৭. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (১১/৭৬) প্রশ্নের উত্তরে মেহেন্দী ব্যবহারের প্রমাণে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রথম হাদীছটি যঈফ। -আবূদাঊদ হাঃ নং ৮৯৩। তবে ফৎওয়া সঠিক। কারণ পরের হাদীছটি ছহীহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

৮. ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা মে ১৯৯৮ (৪/৮৪) প্রশ্নের উত্তরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে মাওলানা রেযাউল্লাহ (সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী) ও মাওলানা মিছবাহুদ্দীন (লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত) আপত্তি পেশ করেন এবং শেষের দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পড়ার মনোভাব প্রকাশ করেন। জনাব মাওলানা রেযাউল্লাহ অন্য সূরা পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ-

روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس يرفعه إلى النبي (ص) أنه قال من صلى أربع ركعة خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين قل يايها الكافرون و قل هو الله أحد و في الركعتين الآخر تين تنزيل السجده و تبارك الذى ..... (نيل الأوطار باب فضل الأربع قبل الظهر و بعدها و قبل العصر و بعد العشاء)-

জমহূর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছকে 'যঈফ' বলেছেন। - শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৩য় খণ্ড ২৭৫ পৃঃ; উল্লেখিত অধ্যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি আল্লামা ইবনু হযম -এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন- ان الفرض في كل ركعة أن يقرأ بأم القران فقط فان زاد على ذلك قرانًا فحسن قلّ ام كثُراىَ صلاة كانت من فرض او غير فرض - (محلى ابن حزم، الجزء الثالث صـ١٢ مسئلة ٤٤٥)-

আল্লামা ইবনু হযমের উপরোক্ত মন্তব্যটি দলীল বিহীন।

প্রকাশ থাকে যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট নফল ছালাতে পরের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। অপর দিকে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দুরাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার প্রমাণ অতীব স্পষ্ট। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ। অনুরূপভাবে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই।

তবে ছহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর যোহরের শেষের দু'রাক'আতে ১৫টি করে আয়াত পাঠ করার সম পরিমান সময় দাঁড়িয়ে থাকা অনুমান করা হয়েছে। এই অনুমান থেকে অনেক বিদ্বান সূরা ফাতিহা ব্যতীত শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার মতামত ব্যক্ত করেছেন। কতিপয় ছাহাবীর আমল হ'তেও চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। -মির'আত শরহ মিশকাত (লাহোরঃ ১৩৮০/১৯৬১) 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় ৩য় খণ্ড ১৩১ পৃঃ।

৯. ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা মে'১৯৯৮ (৩/৮৩) প্রশ্নের উত্তরে হানাফীদের পিছনে ছালাত জায়েয বলা হয়েছে। তাতে মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী (ইমাম, আল-আমীন জামে মসজিদ, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা) আপত্তি পেশ করেন এবং তাদের পিছনে ছালাত হবে না বলে দলীল সহ লিখিত মন্তব্য প্রেরণ করেন। দলীল- إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، متفق عليه। প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা ছাহেব দাবীর প্রমাণে যে হাদীছ পেশ করেছেন, তা দাবীর অনুকূলে নয়। কারণ হাদীছের অর্থ হ'ল- 'নিশ্চয়ই ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য'। অনুসরণ অর্থ ইমামের প্রকাশ্য কর্মের অনুসরণ। যেমন- ক্বিয়াম, কুঊদ, রুকু, সুজূদ ইত্যাদি। গোপন নিয়ত, দো'আ, ক্বিরা'আত তাসবীহ ইত্যাদির অনুসরণ নয়। উক্ত হাদীছেই ইমামের অনুসরণের বিষয়গুলির বিবরণ রয়েছে। যথা- তাকবীর, রুকু, সিজদা, কিয়াম, সালাম ইত্যাদি। -দেখুন 'ফৎহুল বারী' 'ইমামের অনুসরণ' অধ্যায়; নায়লুল আওত্বার উক্ত অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৫-২৭।

তাছাড়া ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়ত পৃথক হ'লেও মুক্তাদীর ছালাত বাতিল হবে না। মু'আয (রাঃ) রাসূলের পিছনে ফরয ছালাত আদায় করে অন্য মসজিদে গিয়ে একই ফরযের ইমামতি করতেন। তখন তাঁর নিয়ত নফল ও তাঁর মুক্তাদীদের নিয়ত ফরযের হ'ত। -সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম, ৪র্থ সংস্করণ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭) 'ইমামের অনুসরণ' অধ্যায়, হা/৩৭৪, ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

অতএব হানাফী ইমামের পিছনে আহলেহাদীছ মুক্তাদীর ছালাত সিদ্ধ হবে। কেননা মুক্তাদীর ছালাতের শুদ্ধতা ইমামের ছালাতের শুদ্ধতার উপরে নির্ভর করেনা (নায়ল ৪/২৬ পৃঃ)।

জনাব মাওলানা ছাহেব চিঠিতে খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি হানাফীদের পিছনে আহলেহাদীছের নামায জায়েয হয়, তাহ'লে পৃথকভাবে আহলেহাদীছ মসজিদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের কি প্রয়োজন? তার জবাবে বলব যে, ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ছালাত আদায়ের জন্য 'আহলেহাদীছ মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সকল মুসলমানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ার দাওয়াত দেওয়ার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর প্রয়োজন ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

১০. ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা জুন ১৯৯৮ দরসে কুরআন -এর শাব্দিক ব্যাখ্যায় ابتغى শব্দটির বাব افعال। বলা হয়েছে। ওটা افتعال হবে এবং مُبَدَّلٌ শব্দটি ইসমে مفعول বলা হয়েছে। ওটা ইসমে فاعل হবে।।

[আমাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। -পরিচালক।]

والله أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب –

http://islaminonesite.wordpress.com